বাজেট ২০১৪- ১৫: দ্বিতীয় প্রান্তিক (জুলাই- ডিসেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়- ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ফেব্রুয়ারি ২০১৫

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট: www.mof.gov.bd

বাজেট ২০১৪- ১৫: দ্বিতীয় প্রান্তিক (জুলাই- ডিসেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়- ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ফেব্রুয়ারি ২০১৫

আবুল মাল আব্দুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	বাজেট ২০১৪-১৫: দ্বিতীয় প্রান্তিক (জুলাই-ডিসেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন	১-১৩
পরিশিষ্ট	২০১৪-১৫ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটের দ্বিতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-ডিসেম্বর) আয় ও ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	১৭-২৮
(ক)	রাজস্ব পরিস্থিতি	১৭-১৯
(খ)	সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি	২০-২২
(গ)	বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন	২৩
(ঘ)	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	২৪-২৬
(ঙ)	বৈদেশিক খাত	২৬-২৭
(চ)	মূল্যস্ফীতি	২৮

পরম করুণাময় আল্লাহতায়া'লার নামে

মাননীয় স্পীকার

১। আমি আপনার সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে **সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন- ২০০৯** এর ১৫(৪) ধারার বিধানমতে চলতি ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই- ডিসেম্বর) বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়- ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

২। মহান একুশের এই মাসে শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের শহীদদের বীরত্ব গাঁথা, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে যা আমাদের আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান করে চলেছে। প্রেরণা যোগাচ্ছে সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে। ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাঙ্গালী জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পথ ধরে একাত্তরে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। গৌরবোজ্বল এ স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে নিরন্তর চলছে আমাদের প্রচেষ্টা।

মাননীয় স্পীকার

৩। আপনি জানেন, অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত স্বাধীনতার সুফল অর্জিত হতে পারে না। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য অর্জনে বিগত মেয়াদের শুরুতেই আমরা প্রণয়ন করেছিলাম 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০- ২১' ও 'ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১১- ১৫' যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। আমাদের পরিকল্পিত উন্নয়ন কৌশলের সুফল দেশের জনগণ পেতে শুরু করেছে। ২০০৯- ১৪ সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে। এই পাঁচ বছরে গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.১৪ শতাংশ হারে, সরকারি বিনিয়োগ ২০০৫- ০৬ এ জিডিপি'র ৫.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৩- ১৪ অর্থবছরে ৭.৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বেড়েছে ৩ গুণ, মাথাপিছু আয় বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি, রাজস্ব- জিডিপি'র অনুপাত ৮.৮ শতাংশ থেকে ১০.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, বাজেটের আকার বেড়েছে ৪ গুণ, উন্নয়ন কার্যক্রম বেড়েছে ৩ গুণ, চালের উৎপাদন বেড়েছে ৩৭ শতাংশ, আমদানি, রপ্তানি ও প্রবাস আয় প্রতিটি বেড়েছে ৩ গুণ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে ৬ গুণের বেশি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থায় হয়েছে ব্যাপক উন্নয়ন। শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু উচ্চহারে কমেছে। গড় আয়ু ৬৬.৫ বছর থেকে বেড়ে হয়েছে ৭০ বছর। দারিদ্রে অবস্থান কমেছে ৪০.০ শতাংশ থেকে ২৪.৩ শতাংশে। আর অতি- দরিদ্র কমেছে ২৪.২ শতাংশ থেকে ১১.৯ শতাংশে। সম্প্রতি অর্থবিভাগ হতে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের আর্থ- সামাজিক অগ্রযাত্রা এবং সামষ্টিক অর্থনীতির হালনাগাদ চিত্র' শিরোনামের পুস্তিকায় এসময়ের আর্থ- সামাজিক অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

৪। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, আর্থ- সামাজিক অর্জনের পথ ধরে দেশ যখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত তখন এই অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করার অপচেষ্টা চলছে। নিত্য

প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার সরবরাহে তৈরি করা হচ্ছে কৃত্রিম সংকট। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। দৈনন্দিন কাজের সুযোগ বঞ্চিত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে দূর্বিসহ অবস্থায় পড়েছে ক্ষুদে ব্যবসায়ী, দিনমজুর আর শ্রমিক শ্রেণি। এ সাময়িক সংকট আমাদের গভীরভাবে ব্যথিত করলেও আমরা বিশ্বাস করি সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি দেশবাসীর সাহসী প্রতিরোধ অচিরেই জনবিচ্ছিন্ন এই সকল কার্যকলাপের সমাপ্তি ঘটাবে।

মাননীয় স্পীকার

৫। প্রতিবেদনের মূল অংশ শুরুর আগে এ পর্যায়ে আমি সামষ্টিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য চলকসমূহের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান আপনার অবগতির জন্য পেশ করতে চাই। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়-

- ✓ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন কর রাজস্ব আদায় ১৩.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ✓ মোট সরকারি ব্যয় ৭৬ হাজার ৮৫৪ কোটি টাকা হতে ০.১ শতাংশ কমে হয়েছে ৭৬ হাজার ৭৯৮ কোটি টাকা;
- ✓ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিগত অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের ১৫ হাজার ৪৬৬ কোটি টাকা হতে ১০ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৭ হাজার ৯ কোটি টাকা; উল্লেখ্য আইএমইডি'র তথ্য অনুযায়ী এই সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় হয়েছে ২২ হাজার ৪৯৪ কোটি টাকা যা বার্ষিক মোট বরাদ্দের ২৮.০ শতাংশ;
- ✓ রপ্তানি আয় বিগত অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের ১৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ১.৬ শতাংশ বেড়ে ১৪.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে;
- ✓ আমদানি ব্যয় ১৮.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে;
- ✓ আমদানি ঋণপত্র খোলা ও নিস্পত্তির প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ১৩.২ এবং ১০.১ শতাংশ;
- ✓ ব্যক্তি খাতে ঋণপ্রবাহ ৭.১ শতাংশ বেড়েছে, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে এই প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.৯ শতাংশ। ডিসেম্বর ২০১৪ মাসে বার্ষিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৩ এর তুলনায় বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ বেড়েছে ১৩.৫ শতাংশ;
- ✓ প্রবাস আয় ১০.৬ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিগত অর্থবছরের একই সময়ে প্রবাস আয় ৮.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল;
- ✓ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রায় ২২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়;
- ✓ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর ২০১৩ এর ৭.৩ শতাংশ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ সময়ে ৬.১ শতাংশে নেমে এসেছে।

মাননীয় স্পীকার

৬। ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই- ডিসেম্বর) বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনে এবার আমি দৃষ্টি দিতে চাই সরকারের রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় পরিস্থিতির দিকে। এরপর, দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সাম্প্রতিক চিত্র এই মহান সংসদে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সবশেষে, এবারের বাজেটে গৃহীত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সাধিত অগ্রগতির ওপর কিছুটা আলোকপাত করব। এছাড়াও, এই প্রতিবেদনের শেষে পরিশিষ্ট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে সরকারের আয়- ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি তথ্যভিত্তিক চিত্র।

অর্থবছর ২০১৪- ১৫: দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

৭। চলতি ২০১৪- ১৫ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৫৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.০ শতাংশ)। ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ৬৬ হাজার ৬৯৭ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.১ শতাংশ বেশি এবং বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার ৩৬.৫ শতাংশ। রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ না হওয়ায় রাজস্ব আদায়ের গতি বাড়াতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কারণ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন করতে হলে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আহরণ জরুরি।

৮। সাধারণত অর্থবছরের শেষদিকে রাজস্ব আদায়ের গতি বৃদ্ধি পায়। রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়া আধুনিকায়নের যে সমন্বিত উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি তা চলমান রয়েছে। ভ্যাট আইন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনেরও প্রচেষ্টা চলছে। এছাড়া, কর- বহির্ভূত উৎস হতে রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রযোজ্য হারসমূহ যৌক্তিকীকরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে উদ্বুদ্ধ করতে সম্প্রতি অর্থ বিভাগের পক্ষ হতে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর অনুবৃত্তিক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আন্তরিক সহযোগিতা পেলে কর- বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে। সর্বোপরি, দেশের চলমান অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির অবসান ঘটলে সার্বিকভাবে রাজস্ব আহরণ সন্তোষজনক ধারায় ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়।

মাননীয় স্পীকার

অর্থবছর ২০১৪- ১৫: দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

৯। চলতি ২০১৪- ১৫ অর্থ বছরের বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৬.৪ শতাংশ), যার মধ্যে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় ১ লক্ষ ৭০ হাজার ১৯১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.১ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৮০ হাজার ৩১৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৩ শতাংশ)। সাময়িক হিসেবে দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৭৬ হাজার ৭৯৮ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৩০.৭ শতাংশ), যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয়সহ অন্যান্য

ব্যয় ৫৯ হাজার ৭৮৯ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৩৫.১ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ১৭ হাজার ৯ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২১.২ শতাংশ)। গত ২০১৩- ১৪ অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরে অনুন্নয়ন ব্যয় ২.৬ শতাংশ কমেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য ডিসেম্বর ২০১৩ এর তুলনায় ডিসেম্বর ২০১৪ সময়ে প্রায় ৪২.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তেলের মূল্যের এই নিম্নমুখী প্রবণতার প্রভাবে চলতি অর্থবছরে ভর্তুকি ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বস্তিদায়ক অবস্থান বজায় থাকবে বলে আশা করা যায়।

১০। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে মোট বরাদ্দের ২৮.০ শতাংশ, ব্যয়ের হিসাবে যা দাঁড়ায় ২২ হাজার ৪৯৪ কোটি টাকা। আইএমইডি'র এই হিসাব বিবেচনায় নিলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রবৃদ্ধি হলো ২৪.৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে প্রকল্প সাহায্য ব্যবহার হয়েছে মোট বরাদ্দের ২৭ শতাংশ। বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার ৩০.৬ শতাংশ বেড়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা বাড়ানো এবং অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে অত্যধিক ব্যয়ের প্রবণতা হ্রাসের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন ও বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ সমন্বিত যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা আরো জোরদার করা দরকার। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করা ছাড়াও নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের বিষয়েও গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক।

১১। আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির একটি বড় অংশ বৃহৎ ১০ টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যয়িত হয়। এ ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ৭৫.৮ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয়গুলো ১৭ হাজার ৪৭২ কোটি টাকা ব্যয় করেছে যা মন্ত্রণালয়গুলোর বিপরীতে প্রদত্ত বরাদ্দের ২৮.৭ শতাংশ।

বাজেট ঘাটতি পরিস্থিতি

১২। এবার আমি বাজেট ঘাটতি পরিস্থিতির দিকে মহান সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। চলতি অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬৭ হাজার ৫৫২ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস হতে ১.৬ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ২.৮ শতাংশ সংস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে। অর্থবছরের প্রথমার্ধে মোট বাজেট ঘাটতি বিগত বছরের একই সময়ের জিডিপি'র ০.৯ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ০.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ঘাটতি অর্থায়নে জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪ সময়ে বৈদেশিক উৎস হতে নিট অর্থায়ন বিগত অর্থবছরের একই সময়ের ৬১৫ কোটি টাকা হতে বেড়ে ১ হাজার ৪৫৮ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে, ব্যাংক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকায় বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ কমেছে। ব্যাংক খাত হতে চলতি অর্থবছরে সরকারের ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ৩১ হাজার ২২১ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৫

হাজার ৭৫৫ কোটি টাকা। ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে যোগান বাড়ায় এবং জ্বালানি তেল খাতে ভর্তুকি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ঋণ গ্রহণ বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার বেশ নিচেই রয়েছে। ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় অর্থায়ন বেড়েছে ৫০.৯ শতাংশ। জাতীয় সঞ্চয় পত্রের নিট বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়েছে ২৪০. ৫ শতাংশ। বাজারে বিদ্যমান অন্যান্য সঞ্চয় উপকরণসমূহের চেয়ে তুলনামূলক আকর্ষণীয় সুদের হার জাতীয় সঞ্চয় পত্রের বিক্রয় বাড়াচ্ছে, যা সরকারের সুদ ব্যয় ভবিষ্যতে কিছুটা বাড়াতে পারে।

মাননীয় স্পীকার

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

১৩। এবার আমরা দৃষ্টি দেব মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতির দিকে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক কিছুটা সতর্ক মুদ্রানীতি অনুসরণের ধারা অব্যাহত রেখেছে। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি- জুন) জন্য ঘোষিত মুদ্রানীতি বিবৃতিতে পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। আর্থিক খাতের পাশাপাশি পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়ক ভূমিকা অব্যাহত রাখার কথাও নতুন মুদ্রানীতিতে বিবৃত হয়েছে। আর্থিক খাতে ঋণ প্রদান ও পরিশোধের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মানুসরণ ও শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক নজরদারি জোরদার করছে। এছাড়া, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়েও পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

১৪। ডিসেম্বর ২০১৪ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের (M2) প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১৩.৪ শতাংশ যা বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম। ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ পরিমিত রাখার ক্ষেত্রে মূলত রিজার্ভ মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণের ওপরই জোর দেয়া হচ্ছে, যা চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধেও অব্যাহত থাকবে। রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বছরভিত্তিতে ১৪.৮ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরের জুলাই- ডিসেম্বর সময়কালে ৭.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

১৫। অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও প্রবৃদ্ধি সঞ্চালক ও উৎপাদনমুখী বেসরকারি খাতে ঋণের যোগান উৎসাহিত করার দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। এছাড়া, বেসরকারি খাতের উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক অর্থায়ন ব্যবহারের সুযোগও উন্মুক্ত রয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বাৎসরিক ভিত্তিতে ১৩.৫ শতাংশ এবং জুলাই- ডিসেম্বর সময়কালে প্রায় ৭.১ শতাংশ হয়েছে। বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতি লক্ষ্যমাত্রার বেশ নীচে রয়েছে, ফলে নিকট ভবিষ্যতের অনুকূল পরিবেশে বেসরকারি বিনিয়োগের আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ বাড়ালেও এর জন্য মুদ্রা যোগানে যথেষ্ট পরিসর থাকবে।

১৬। ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহকৃত কৃষিঋণ কৃষিখাতের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সহায়তা করছে। বিগত অর্থবছরে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১৬ হাজার ৩৭ কোটি টাকা। এর ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭ হাজার ৭৪ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণের এ প্রবাহ গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৮.৬ শতাংশ বেশি।

১৭। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমানত ও ঋণের সুদের হার নিম্নগামী হয়েছে। কমে আসছে আমানত ও ঋণের সুদের হারের ব্যবধান। আমানত ও ঋণের সুদের হারের গড় ব্যবধান সরকারি ব্যাংকগুলো এবং অধিকাংশ বেসরকারি ব্যাংকে এখন ৫ শতাংশ বা তার নীচে। ঋণের ভারিত গড় সুদের হার ডিসেম্বর ২০১৩ সময়ে ছিল ১৩.৪৫ শতাংশ, যা নভেম্বর ২০১৪ সময়ে ১২.৪৯ শতাংশে নেমে এসেছে। ঋণের সুদের হারের এই নিম্নগতি বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়তা করবে।

মূল্যস্ফীতি

১৮। আপনি জানেন, মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে আমাদের সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে আমরা সফলও হয়েছি। মূল্যস্ফীতি এক অঙ্কের মাত্রায় স্থিতিশীল ও নিম্নগামী রয়েছে। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীলভাবে নিম্নগামী থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ শেষে দাঁড়িয়েছে ৬.৯৯ শতাংশে। পয়েন্ট- টু- পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর ২০১৩ এর ৭.৫ শতাংশ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ সময়ে ৬.১ শতাংশে নেমে এসেছে। মূলত খাদ্য মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় সার্বিকভাবে মূল্যস্ফীতি কমেছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর ২০১৩ সময়ের ৯.০ শতাংশ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ সময়ে ৫.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে খাদ্য- বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি এ সময়ে কিছুটা বেড়েছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাওয়ায় জনজীবনে স্বস্তি বজায় আছে। ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণ সীমিত থাকা, অনুকূল মুদ্রা সরবরাহ পরিস্থিতি, কৃষিখাতে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি ও সন্তোষজনক খাদ্য মজুদ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাস চলতি অর্থবছরের সামনের দিনগুলোতে মূল্যস্ফীতির চাপ আরো কমাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য খাতসমূহ

বৈদেশিক খাত পরিস্থিতি

আমদানি ও রপ্তানি

১৯। এ পর্যায়ে আমি বৈদেশিক খাত নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই দৃষ্টি দিবো রপ্তানি খাতের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতির দিকে। চলতি অর্থবছরের জুলাই- ডিসেম্বর সময়কালে রপ্তানি আয় গত অর্থবছরের একই সময়ের ১৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১.৬ শতাংশ বেড়ে ১৪.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। আমাদের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক খাত হতে। তৈরি পোশাকের মধ্যে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে ওভেন গার্মেন্টস্ খাতে আয় কমেছে ০.৩৫ শতাংশ এবং নিট ওয়্যারের ক্ষেত্রে আয় বেড়েছে মাত্র ১.৯ শতাংশ। এছাড়া, হিমায়িত খাদ্যের রপ্তানি আয়ও

প্রায় ৬.০ শতাংশ কমেছে। ফলে সার্বিকভাবে প্রথমার্ধে রপ্তানি আয় আশানুরূপ হারে বাড়েনি। প্রধান রপ্তানি বাজারগুলোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি কমেছে ৪.৬ শতাংশ এবং ইউরোপে রপ্তানি বেড়েছে মাত্র ৩.৮ শতাংশ। ইউরোপে অর্থনৈতিক মন্দার দীর্ঘসূত্রতা এবং পোশাক খাতে কর্মপরিবেশ উন্নয়নের আবশ্যকতা অন্তবর্তীকালীন সময়ে সাময়িকভাবে রপ্তানি খাতের গতি কিছুটা কমিয়েছে বলে মনে হয়।

২০। রপ্তানি খাতের উন্নয়নে পূর্বের মতো পণ্য ও বাজারের বহুমুখীকরণ এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণই আমাদের সরকারের চলমান কৌশল। পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য উদারীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত বাধাসমূহ দূর করার ওপরও সরকার সর্বোতভাবে গুরুত্ব আরোপ করছে।

২১। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির গতি শ্লথ হলেও আমদানি প্রবৃদ্ধি বিগত বছরের মন্থরভাব কাটিয়ে উঠেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরের একই সময়কালে আমদানি বেড়েছে ১৮.৩ শতাংশ। এ সময়ে মূলধনী পণ্য ও শিল্পের কাঁচামালের ঋণপত্র খোলার হার যথাক্রমে ১.৮ এবং ১১.৮ শতাংশ বাড়লেও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের ঋণপত্র খোলার হার কমেছে ১২.৯ শতাংশ।

রেমিট্যান্স

২২। চলতি হিসাবে ভারসাম্য বজায় রাখা আর সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় রেমিট্যান্স বরাবরের মতই কার্যকর সহায়তা দিয়ে আসছে। রেমিট্যান্স প্রবাহে প্রথম প্রান্তিকের চাঙ্গাভাব দ্বিতীয় প্রান্তিকেও বজায় রয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে প্রায় ১০.৬ শতাংশ। আমাদের এক সময়কার প্রধান শ্রমবাজার সৌদি আরবে দীর্ঘ ৬ বছর শ্রমিক রপ্তানি প্রায় বন্ধ থাকার পর অতি সম্প্রতি গৃহকর্মী প্রেরণের বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে শ্রমবাজার উন্মুক্ত হয়েছে। ফলে, সামনের দিনগুলিতে জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স আরো বাড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

বৈদেশিক মুদ্রা ও রিজার্ভ

২৩। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের ন্যায় দ্বিতীয় প্রান্তিকেও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অবস্থান বেশ স্বস্তিদায়ক। ডিসেম্বর, ২০১৪ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এ রিজার্ভ দিয়ে ৬ মাসের অধিক আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ধারাবাহিক বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। নভেম্বর ২০১৪ এর মাঝামাঝি হতে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে কিছুটা অবচিতি (depreciation) হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৪ শেষে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ৭৭.৯৫ টাকায়। মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার এই অবচিতি রপ্তানি ও প্রবাস আয়কে উৎসাহিত করবে।

জাতীয় আয়ের সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি

২৪। এবার আমি জাতীয় আয়ের সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি বিষয়ে কিছু বলতে চাই। আপনার জানা আছে, বিশ্বমন্দা হতে উত্তরণ প্রক্রিয়া কেবলই দীর্ঘায়িত হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অপরাপর উন্নত দেশসমূহে প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তেমন একটা আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। তবে, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য প্রায় অর্ধেক কমে যাওয়া কিংবা দীর্ঘ দিন যাবৎ বন্ধ হয়ে থাকা এক সময়কার বৃহত্তম শ্রমবাজার সৌদি আরবে নতুন করে শ্রমিক রপ্তানির পথ খুলে যাওয়া আমাদের অর্থনীতির জন্য শুভ সময়ের ইঙ্গিত বহন করছে। প্রায় এক দশক ধরে ৬.০ শতাংশের কিছু ওপরে অবস্থান করা জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে লক্ষ্যণীয় উন্নয়ন ঘটাতে আমরা বিনিয়োগ পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তনের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছি। বিনিয়োগের অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ৮টি বৃহৎ প্রকল্পকে 'Fast Track'ভুক্ত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। শুরু হয়েছে 'Skills for Employment Investment Program (SEIP), Skills and Employment Program in Bangladesh (SEP-BD)', Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance এর মত বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়ন। আশা করছি, বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নয়নে এসকল প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব অল্প সময়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে। রপ্তানি, মূলধনী দ্রব্য ও কাঁচামাল আমদানির সাম্প্রতিক প্রবণতা, রেমিট্যান্স প্রবাহ, কৃষিপণ্যের উৎপাদনের ধারাবাহিকতা, সচল গ্রামীণ অর্থনীতি সব মিলিয়ে দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রতিক অনাহুত কার্যকলাপ বাদ দিলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির দৃশ্যপট আশাব্যঞ্জক। তবে, সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধির ৭.৩ শতাংশ প্রক্ষেপণে খানিকটা পরিবর্তন আনা দরকার হতে পারে। বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির পূর্বাপর বিশ্লেষণ করে মার্চ মাসে অনুষ্ঠেয় কো- অর্ডিনেশন কাউন্সিলের সভায় চলতি অর্থবছরের জিডিপি প্রক্ষেপণ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।

মাননীয় স্পীকার

চলতি অর্থবছরের বাজেটে প্রতিশ্রুত কতিপয় বিষয়ের অগ্রগতি

২৫। আমি আনন্দের সাথে মহান সংসদকে জানাতে চাই যে, গত বাজেটে দেয়া প্রতিশ্রুতিসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ আমরা ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছি। পূর্বমেয়াদে প্রতিশ্রুত চলমান কার্যক্রমসমূহের পাশাপাশি ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের বাজেটে গৃহীত হয়েছে নতুন কিছু কার্যক্রম। প্রতিশ্রুত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছি। মহান সংসদের অবগতির জন্য এখন আমি চলমান আর নতুন ভাবে শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরতে চাই।

২৫.১। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিগত পাঁচ বছরে আমাদের নিরন্তর কর্মপ্রয়াসের সুফল জনগণের কাছে আজ দৃশ্যমান। তাছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নেও এর ইতিবাচক প্রভাব অনুভূত হচ্ছে।

২৫.১.১। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় আমরা নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। বর্তমানে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩ হাজার ২৮৩ মেগাওয়াট (২৪০০ মেগাওয়াট ক্যাপ্টিভ এবং ১৭৪ মেগাওয়াট সোলার পাওয়ার সহ)। আমরা জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত অতিরিক্ত ৮ হাজার ৩৪১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি। লোডশেডিং এর দুর্বিসহ যন্ত্রণা এখন নেই বললেই চলে। বিদ্যুৎ সমস্যার টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে আমরা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সঞ্চালন লাইন সম্প্রসারণের ওপরও সমধিক গুরুত্ব দিচ্ছি। আমাদের সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ১ হাজার ৫৩৬ সার্কিট কি. মি. সঞ্চালন লাইন স্থাপন করা হয়েছে। ক্ষমতা গ্রহণের সময় বিতরণ লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল ২ লক্ষ ৫৬ হাজার কি.মি., যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩ লক্ষ ৩ হাজার কি. মি.। বিদ্যুৎ খাতে উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা রক্ষায় আমরা বদ্ধপরিকর। আমার বিশ্বাস, বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে আমাদের নেয়া মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত হলে আগামী পাঁচ বছরে দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

২৫.১.২। প্রাকৃতিক গ্যাসের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার ও উত্তোলন নিশ্চিত করা আমাদের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার, যা বাস্তবায়নে পূর্বের ধারবাহিকতায় নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। গত ৫ বছরে দেশে ৫ হাজার ৪০ কি.মি. ২-ডি সাইসমিক সার্ভে এবং ২ হাজার ৬৪৮ বর্গ কি. মি. ৩-ডি সাইসমিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সময়ে ৮টি অনুসন্ধান কূপ (বাপেক্স-৫টি এবং আইওসি ৩টি) খনন করে ৩টি নতুন গ্যাস ক্ষেত্র (সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও রূপগঞ্জ) আবিষ্কার করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬ এর মধ্যে খননের জন্য নির্ধারিত ২১টি কূপের মধ্যে ৫টি কূপের খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ১৯০ মিলিয়ন ঘনফুট। দীর্ঘ-প্রতিক্ষিত কয়লা নীতির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে, যা 'প্রস্তাবিত খসড়া কয়লা নীতি-২০১০' শিরোনামে জনসাধারণের মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। আমরা আবাসিক খাতে গ্যাস ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রি-পেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম পাইলট ভিত্তিতে চালু করেছি। অধিকন্তু, আমরা দেশের সকল সিএনজি স্টেশনে ইভিসি মিটার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি।

২৫.২। কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

২৫.২.১। কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে বিগত বছরগুলোতে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এ বছরেও অব্যাহত আছে। এ কার্যক্রমসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- কৃষিখাতে লক্ষ্যাভিমুখী প্রণোদনা প্রদান, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ, কৃষকের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলা, তৃণমূল পর্যায়ে বিক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে সার বিক্রয়, খরা-লবনাক্ততা-জলমগ্নতা সহিষ্ণু উচ্চফলনশীল ও স্বল্প-মেয়াদে ফলনশীল জাত উদ্ভাবন, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন

কার্যক্রম ইত্যাদি। উৎপাদনের পাশাপাশি সংগ্রহ, মজুদ ও সংরক্ষণের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম আমরা নিজেদের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি চাল রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছি। খাদ্যশস্যের পাশাপাশি বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনেও ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে সারা বিশ্বের মধ্যে ৪র্থ স্থানে রয়েছে।

২৫.২.২। আপনার অবগতির জন্য আরো জানাতে চাই যে, কৃষি খাতের উন্নয়নে প্রদত্ত প্রণোদনার পরিমাণ এই অর্থবছরে ৯ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এর মধ্যে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ২ হাজার ৮০০ কোটি টাকার বেশি বিতরণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে কৃষকদের মাঝে ১.২০ লক্ষ মে. টন উন্নতমানের কৃষি বীজ বিতরণ করা ছাড়াও ১০ হাজার মে. টন বীজ উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি। কৃষিখাতেও ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়া লেগেছে। সারাদেশে প্রায় ২৪৫ টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং এর সহায়তায় বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কৃষি তথ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা প্রতিরোধ ও জলাবদ্ধতা দূর করে জমি পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে।

২৫.২.৩। উত্তরাঞ্চলে হতদরিদ্র ও চরাঞ্চলের মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠির স্বার্থ রক্ষার জন্য আমাদের সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। শুধুমাত্র দরিদ্র মানুষের সঞ্চিত ও গচ্ছিত অর্থ সংরক্ষণ ও লেনদেনের জন্য সরকার 'পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক' নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে।

২৫.৩। মানব সম্পদ উন্নয়ন

২৫.৩.১। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার প্রসার ও দক্ষ জনসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে আমরা বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছি। দেশের সকল পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ অব্যাহত আছে। এ পর্যন্ত ৩১টি জেলায় ৩৬টি পাবলিক এবং ৮০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যালয়হীন এলাকায় ১৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ৯৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩৪৩টি বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। প্রাথমিক স্তরে ১০০ ভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ইতোমধ্যে প্রাথমিক স্তরে ৯৬.১ ভাগ ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে।

২৫.৩.২। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমরা নতুন হাসপাতাল নির্মাণ, বিদ্যমান হাসপাতালসমূহের শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রায় ৪০ হাজার নতুন জনবল নিয়োগ দিয়েছি। স্বাস্থ্যখাতে প্রতিশ্রুত ১৩ হাজার ৮৬১টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১২ হাজার ৮১৫ টি ক্লিনিক চালু করেছি। এছাড়া ৫টি নতুন

মেডিকেল কলেজ ও ৬টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজি চালু হয়েছে। ১২টি জেলায় নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে, ৭টি নাসিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তর করা হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি চিকিৎসা সেবায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য ই-হেলথ কর্মসূচি ও টেলিমেডিসিন সেবা সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে।

২৫.৪। ভৌত অবকাঠামো

২৫.৪.১। যোগাযোগ খাতে আমাদের লক্ষ্য হলো সমন্বিত উন্নয়ন, যানজট নিরসন ও নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিগত মেয়াদের ধারাবাহিকতায় আমরা প্রয়োজনীয় সড়ক, সেতু ও রেলপথ নির্মাণ এর পাশাপাশি পরিবহন খাতের ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার, বিশ্বরোড- বিমানবন্দর সড়কের সংযোগস্থল ফ্লাইওভার, মিরপুর হতে বিমানবন্দর সড়ক ফ্লাইওভার, বহদ্দারহাট উড়াল সেতু, হাতিরঝিল প্রকল্পসহ সহ ঢাকা ও চট্টগ্রামে ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি মাইলফলক প্রকল্প। ইতোমধ্যে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রান্সপোর্ট প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে অনেকগুলি সড়ক ও সেতুর নির্মাণ প্রকল্প।

২৫.৫। শিল্পায়ন

২৫.৫.১। শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য আমরা রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ, বিনিয়োগকারীদের যুক্তিসঙ্গত রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান, বিভিন্ন সম্ভাবনাময় শিল্প উদ্যোক্তাদের শুল্ক- কর ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, শ্রমঘন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য ঋণ ও পুনঃঅর্থায়নের সুযোগ প্রদানকে প্রাধান্য দিয়েছি। উৎপন্ন পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে বিএসটিআইকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। সাভারে ২০৫ একর জমিতে চামড়া শিল্প নগরী স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে ১৫৫টি শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, তন্মধ্যে ১৪৪টি প্রতিষ্ঠান তাদের কারখানা নির্মাণ কাজ শুরু করেছে।

২৫.৬। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। পাশাপাশি স্থানীয় দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে গ্রহণ করেছি বিভিন্ন পদক্ষেপ। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের 'ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র' তৈরি হয়েছে। আরো ৬টি শহরের 'ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র' তৈরির কাজ চলছে। Interactive Voice Response (IVR) প্রযুক্তির দ্বারা দুর্যোগের আগাম সতর্ক বার্তা সরাসরি জনসাধারণের নিকট প্রচারের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে সিটিসেল ও এয়ারটেল ব্যতীত অন্যান্য মোবাইলে ১০৯৪১ কোডে ডায়াল করে আবহাওয়ার আগাম বার্তা জানা যাচ্ছে।

২৫.৭। ডিজিটাল বাংলাদেশ

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে। ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ১২.০৪ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ৪.৩৬ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৫টি জেলা সদর ও ১৮টি উপজেলায় সাশ্রয়ীমূল্যে ADSL ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা প্রদান শুরু হয়েছে। আমরা সারাদেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপনের প্রকল্প হাতে নিয়েছি।

২৫.৮। জনকল্যাণ

২৫.৮.১। দারিদ্র নিরসন, সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতাধীন বিভিন্ন ভাতার হার ও পরিধি সম্প্রসারণ করেছি। সমাজের বঞ্চিত এবং শারীরিক ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী অংশের কল্যাণ সাধনে প্রতিবন্ধী জরিপ পরিচালনা, প্রতিবন্ধী সাহায্য ও সেবাকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ও কার্যক্রম সম্প্রসারণ, পথ শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন, এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন ও মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান তহবিল পরিচালনার মত কার্যক্রমসমূহ চলমান আছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে চলতি অর্থবছরে ৩০ হাজার ৭৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছি, যা দারিদ্রের হার আরো কমিয়ে আনতে সহায়তা করবে।

২৫.৮.২। নারী ও শিশুদের কল্যাণে আমরা পরিচালনা করছি বিভিন্ন কার্যক্রম। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে মোট ৪৩ টি ডে- কেয়ার সেন্টার; আরো ২০টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, নারী/শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে দেশের ৪০টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। কর্মজীবিদের জন্য বিভাগীয় শহরে ২টি কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ কাজ, নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ৩৪টি জেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসহ নারী ও শিশুদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

২৫.৯। প্রবাসী কল্যাণ

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ২০০১ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৭ হাজার ৪০০ কর্মীকে ৯ শতাংশ সরল সুদে মোট ৬০ কোটি টাকা অভিবাসন ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, সহজে ও ব্যয় সাশ্রয়ী প্রক্রিয়ায় রেমিট্যান্স পাঠানোর সুবিধা প্রদানের জন্য ব্যাংকিং অটোমেশনের মাধ্যমে অনলাইন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সুবিধা সারাদেশে সম্প্রসারণের জন্য বিভাগীয় পর্যায় ছাড়াও ৩৫টি জেলায় ব্যাংকের শাখা স্থাপন করা হয়েছে। আরো ১০ টি জেলায় শাখা স্থাপনের কাজ চলছে। 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০০৬' সংশোধন করার জন্য 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৪' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

২৬। দেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির অঙ্গীকার ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শুরু করেছিলাম। যদিও এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমাদের পরিকল্পিত অভিযাত্রা বিগত মেয়াদেই শুরু হয়েছে। পাঁচ বছরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় জাতি দ্বিতীয় মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে পুনরায় অর্পণ করেছে দেশ পরিচালনার গুরুভার। তাঁর নেতৃত্বের চৌকষতায় আর দেশের আপামর জনগণের স্বস্পৃহ সম্পৃক্ততায় জানুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত পূর্ণ একটি বছর সাবলীল ধারায় এগিয়ে যাচ্ছিল দেশের অর্থনীতি। উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকার পাশাপাশি স্থিতিশীলভাবে কমে আসা মূল্যস্ফীতি জনজীবনে স্বস্তি এনে দিয়েছিল। পণ্য ও সেবার উৎপাদন, রপ্তানি, আমদানি, প্রবাস আয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, রাজস্ব আহরণ, উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই গতিশীলতার সঞ্চার হচ্ছিল। দেশি- বিদেশি বিনিয়োগকারীগণের আস্থা তৈরি করেছিল প্রবৃদ্ধির উচ্চতর সোপানে আরোহনের অমিত সম্ভাবনা। এর প্রতিফলন ঘটিয়ে বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংস্থা কিংবা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণে উর্ধ্বমুখী পরিবর্তন এনেছিল।

২৭। গভীর বেদনার বিষয় এই যে, দেশপ্রেম বিবর্জিত সাম্প্রতিক অনভিপ্রেত কর্মকান্ড সেই সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করছে। জনগণের স্বাভাবিক জীবনধারাকে করছে ব্যাহত। তবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে বারংবার বাধাগ্রস্ত হওয়া বাঙ্গালী জাতির জন্য নতুন কিছু নয়। আমরা বিশ্বাস করি জনবিচ্ছিন্ন এই সংকট দীর্ঘায়িত হবে না। দল- মত নির্বিশেষে সকলের মধ্যে দেশপ্রেম, সহনশীলতা আর শুভ চিন্তার উন্মেষ এবং জনগণের সচেতন প্রতিরোধ সকল সংকটের অবসান ঘটাবে। দেশের জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দীর্ঘ লালিত অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিবে অচিরেই। এ লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

খোদা হাফেজ,

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

পরিশিষ্ট

বাজেট ২০১৪- ১৫: দ্বিতীয় প্রান্তিক (জুলাই- ডিসেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়- ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

ক. রাজস্ব পরিস্থিতি

ক.১ রাজস্ব আদায়

সারণি ১: রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৩- ১৪		২০১৪- ১৫	জুলাই- ডিসেম্বর সময়ে আয়		২০১৪- ১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
	সংশোধিত বাজেট	হিসাব	বাজেট	২০১৩- ১৪	২০১৪- ১৫	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট রাজস্ব প্রাপ্তি	১৫৬৬৭১ **|১১.৬|**	১৪০৩৩৬ **|১০.৪|**	১৮২৯৫৪ **|১২.০|**	৬৪৭০০ **(৮.১)**	৬৬৬৯৭ **(৩.১)**	**৩৬.৫**
কর রাজস্ব	১৩০১৭৮ |৯.৬|	১১৬০৩৫ |৮.৬|	১৫৫২৯২ |১০.২ |	৫১২৫৫ (৮.২)	৫৮০২৫ (১৩.২)	৩৭.৪
এনবিআর	১২৫০০০ |৯.৩|	১১১৪২৫ |৮.৩|	১৪৯৭২০ |৯.৮|	৪৯২৯৮ (৮.২)	৫৫৮২৪ (১৩.২)	৩৭.৩
এনবিআর- বহির্ভূত	৫১৭৮ |০.৪|	৪৬১০ |০.৩|	৫৫৭২ |০.৪|	১৯৫৮ (৬.২)	২২০০ (১২.৪)	৩৯.৫
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২৬৪৯৩ |২.০|	২৪৩০০ |১.৮|	২৭৬৬২ |১.৮|	১৩৪৪৫ (৭.৬)	৮৬৭২ (- ৩৫.৫)	৩১.৪

উৎস: আইবাস, অর্থ বিভাগ

নোটঃ বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে

বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে

- চলতি ২০১৪- ১৫ অর্থ বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.১ শতাংশ বেশি, যা বাজেটে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার ৩৬.৫ শতাংশ
- এনবিআর- কর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ১৩.২ শতাংশ
- এনবিআর- বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ১২.৪ শতাংশ
- কর- বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ ৩৫.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে

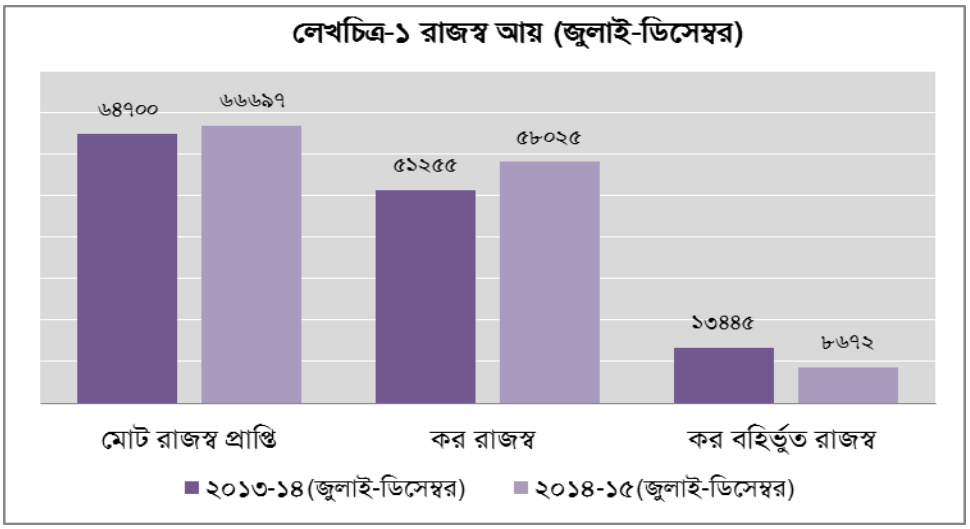

ক.২ এনবিআর- কর রাজস্ব আদায়

সারণি ২: এনবিআর- কর রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৩- ১৪ (প্রকৃত)	জুলাই- ডিসেম্বর (প্রকৃত আদায়)		জুলাই- ডিসেম্বর সময়ে প্রবৃদ্ধি (%)
		২০১৩- ১৪	২০১৪- ১৫	
১	২	৩	৪	৫
আয় ও মুনাফার ওপর কর	৩৭৮২৯	১৬০৬৯	১৭৭৫১	১০.৫
মূল্য সংযোজন কর	৪১০৮১	১৮৫৩৩	২০৭৬৩	১২.০
আমদানি শুল্ক	১৩১২৬	৬১১০	৬৮৮১	১২.৬
রপ্তানি শুল্ক	০	০	০	০.০
আবগারি শুল্ক	৮১৬	৮০	৯৮	২২.২
সম্পূরক শুল্ক	১৭৯৩০	৮২০৩	৯৯২০	২০.৯
অন্যান্য কর ও শুল্ক	৬৪৩	৩০৪	৪১২	৩৫.৬
মোট	১১১৪২৫	৪৯২৯৮	৫৫৮২৪	১৩.২

উৎসঃ আইবাস, অর্থ বিভাগ

- এনবিআর রাজস্বের প্রধান উৎসসমূহের মধ্যে আয়কর ও মূল্য সংযোজন করের প্রবৃদ্ধি ১০.৫ এবং ১২.০ শতাংশ;
- ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত রাজস্ব আহরণের গতিধারা বিবেচনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন।

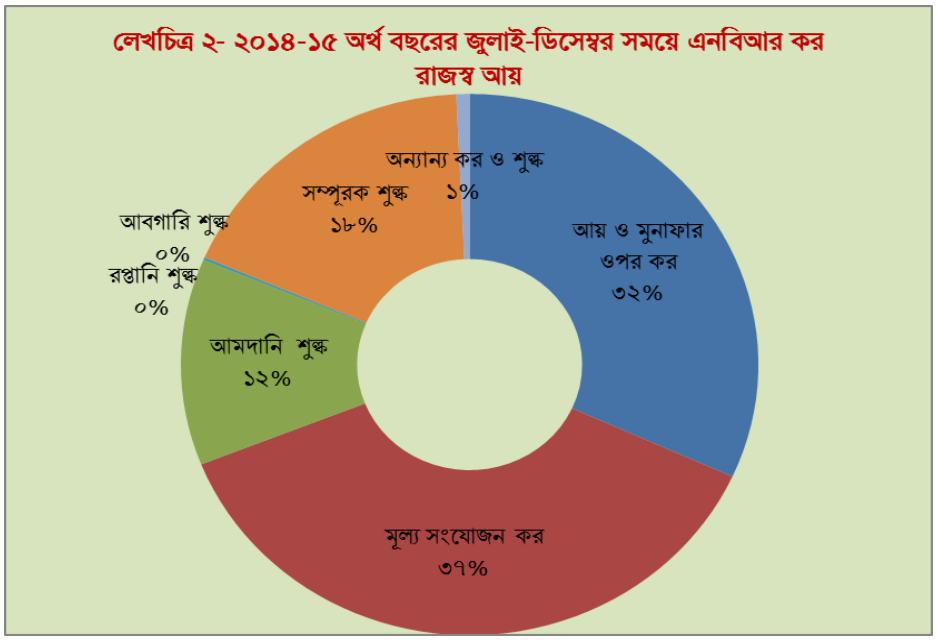

ক.৩ এনবিআর- কর রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক গতিধারা

সারণি ৩: এনবিআর- রাজস্ব আয়ে খাতভিত্তিক অবদান

খাত সমূহ	২০১৪- ১৫ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত আদায়	ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত আদায়	ডিসেম্বর ১৪ পর্যন্ত আয়ের প্রবৃদ্ধি (%)	বাজেট বরাদ্ধের অংশ (%)
আমদানি শুল্ক	১৪৩৭৬.৯	৬৩৪৯.০	৬৯৬৫.০	৯.৭	৪৮.৪
ভ্যাট (আমদানি পর্যায়ে)	১৬৮৯৭.৯	৭২৪২.১	৮২৮৯.৯	১৪.৫	৪৯.১
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	৪৪১৫.৩	২০৮৭.৪	২৫০৫.৭	২০.০	৫৬.৮
রপ্তানি শুল্ক	৩০.০	২২.৯	২৪.৫	৬.৯	৮১.৮
উপ- মোট	৩৫৭২০.০	১৫৭০১.৫	১৭৭৮৫.২	১৩.৩	৪৯.৮
আবগারি শুল্ক	১০৬৩.৭	৯০.৫	৯৩.৮	৩.৫	৮.৮
ভ্যাট (স্থানীয় পর্যায়ে)	৩৮৭৮০.৪	১২৪৫৪.৫	১৪৬৮৩.৭	১৭.৯	৩৭.৯
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	১৬৬৪৯.৩	৬২১৭.৬	৭৩৫২.৫	১৮.৩	৪৪.২
টার্ন ওভার ট্যাক্স	৬.৬	১.৮	২.১	১৬.৩	৩২.৪
উপ- মোট	৫৬৫০০.০	১৮৭৬৪.৫	২২১৩২.১	১৭.৯	৩৯.২
আয় কর	৫৬৫৮০.০	১৫৮৯৫.৬	১৮৭২১.২	১৭.৮	৩৩.১
ভ্রমণ কর	৯১৯.৮	৩১৩.৬	৪২৫.১	৩৫.৬	৪৬.২
অন্যান্য	০.২	০.৩	০.০	-৮৪.৬	২০.০
উপমোট	৯২০.০	৩১৩.৯	৪২৫.২	৩৫.৫	৪৬.২
প্রতাক্ষ কর হতে মোট আয়	৫৭৫০০.০	১৬২০৯.৪	১৯১৪৬.৪	১৮.১	৩৩.৩
সর্বমোট	১৪৯৭২০.০	৫০৬৭৫.৪	৫৯০৬৩.৬	১৬.৬	৩৯.৪

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর হিসাব অনুযায়ী জুলাই- ডিসেম্বর, ২০১৪ সময়ে লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৪০ ভাগ রাজস্ব আহরিত হয়েছে;
- চলতি অর্থবছরে আমদানির প্রবৃদ্ধি বেশি থাকায় আমদানি- নির্ভর খাত থেকে রাজস্ব আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে;
- প্রত্যক্ষ করের অবদান পর্যায়ক্রমে বাড়ছে।

খ. সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

খ.১ সরকারি ব্যয়

সারণি ৪: সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৪- ১৫ বাজেট	২০১৪- ১৫ (অক্টোবর- ডিসেম্বর)	২০১৩- ১৪ (জুলাই- ডিসেম্বর)	২০১৪- ১৫ (জুলাই- ডিসেম্বর)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
অনুন্নয়ন ব্যয়সহ অন্যান্য ব্যয়	১৭০১৯১ |১১.১|	৩০,০৯৫	৬১,৩৮৭ (২০.২)	৫৯,৭৮৯ (-২.৬)	৩৫.১
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়	৮০,৩১৫ |৫.৩|	১০,১৮১	১৫,৪৬৬ (২০.৮)	১৭,০০৯ (১০.০)	২১.২
সরকারি ব্যয়	২৫০৫০৬ |১৬.৪|	৪০,২৭৫	৭৬,৮৫৪ (২০.৩)	৭৬,৭৯৮ (-০.১)	৩০.৭

উৎসঃ সিজিএ, অর্থ বিভাগ
নোটঃ বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে
বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে

- চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত প্রথম ছয় মাসে ব্যয় মোট বরাদ্দের ৩০.৭ শতাংশ;
  - ⇨ অনুন্নয়নসহ অন্যান্য খাতে ব্যয় মোট বরাদ্দের ৩৫.১ শতাংশ
  - ⇨ বার্ষিক উন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দের ২১.২ শতাংশ; আইএমইডি'র হিসাব অনুযায়ী এই হার ২৮.০ শতাংশ
- চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে সার্বিক ব্যয় ০.১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

লেখচিত্র-৩ সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি (জুলাই-ডিসেম্বর)

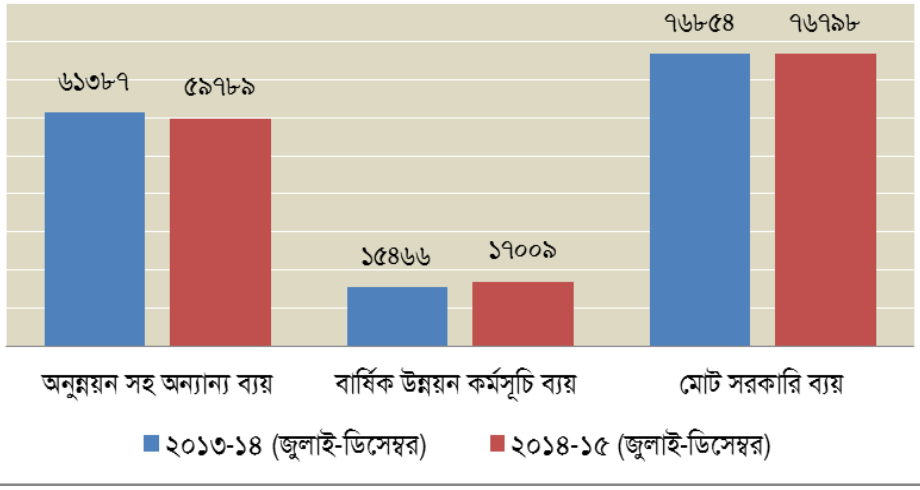

খ.২. ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয়

সারণি ৫: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০১৪- ১৫ বাজেট	২০১৪- ১৫ (অক্টোবর- ডিসেম্বর)	২০১৩- ১৪ (জুলাই- ডিসেম্বর)	২০১৪- ১৫ (জুলাই- ডিসেম্বর) (%)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	১
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৫,৫৪০	৩,০৮৩	৬,২৩০ (১৪.৫৫)	৭,১০৮ (১৪.১)	৪৫.৭
স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৫,৪৬৪	১,৮২৫	৩,৬৪৫ (১৩.৪৩)	৩,৪২৯ (-৫.৯)	২২.২
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৩,৬৭৩	২,৭০০	৪,১৫৬ (-৪.৬৭)	৫,০০৫ (২০.৪)	৩৬.৬
কৃষি মন্ত্রণালয়	১২,৩৯০	২,২৯৭	৪,৪৯৫ (-১৩.৬১)	২,৯৬০ (-৩৪.১)	২৩.৯
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১১,৩৫৭	২,৩৮৯	৪,৪৩৬ (১৫.৭১)	৪,৮২৩ (৮.৭)	৪২.৫
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১১,১৪৬	১,৯৫১	৩৮১৪ (৩৫.৯১)	৩,৭৮৯ (-০.৬)	৩৪.০
বিদ্যুৎ বিভাগ	৯২৮৪	৯৯২	২২৩৭ (-৯.৪৫)	১,৭৪২ (-২২.১)	১৮.৮
সেতু বিভাগ	৮,৭৩৭	১,৬১৩	১,৩৮৯ (৩৮১.৪৩)	৩,৩৭৮ (১৪৩.২)	৩৮.৭
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ বিভাগ	৭,২৮৬	৮০৩	৯০৬ (১৯.৩৬)	৮৮৫ (-২.৩)	১২.১
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৬,৮৬৪	১,৩০০	১৩৯৬ (-১৯.০)	১,৮৭৫ (৩৪.০)	২৭.৩
মোট (১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়)	১১১,৭৪১	১৮,৯৫২	৩২,৭০৩ (৮.৭)	৩৪,৯৯৫ (৫.৬)	৩১.৩
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	১৩৮,৭৬৪	২১,৩২৩	৪৪,১৫০	৪১,৮০৩	৩০.১
সর্বমোট ব্যয়	২৫০৫০৬	৪০,২৭৫	৭৬৮৫৪	৭৬৭৯৮	৩০.৭

উৎসঃ অর্থ বিভাগ ও আইএমইডি;
( ) বন্ধনীতে বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

- ২০১৪- ১৫ অর্থ বছরের প্রথম ছয়মাসে বৃহৎ ১০ টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বরাদ্দের ৩১.৩ শতাংশ, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের প্রায় অনুরূপ (৩২.২ শতাংশ);
- একই সময়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের ব্যয় হয়েছে বরাদ্দের ৩০.১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৩৬.৩ শতাংশ;
- সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরে প্রথম ছয় মাসে মোট ব্যয় বরাদ্দের ৩০.৭ শতাংশ যা বিগত অর্থবছরে একই সময়ের তুলনায় সামান্য কম (বিগত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩৪.৬ শতাংশ)।

খ.৩. ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

সারণি ৬: ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০১৪- ১৫ বরাদ্দ (প্রকল্প সংখ্যা)	২০১৪- ১৫ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	২০১৩- ১৪ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০১৪- ১৫ (জুলাই-ডিসেম্বর)	বরাদ্দের তুলনায় অর্জন (%)
স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৩৩৭৯.৮৬ (১৫৭)	২৮৯৪.৭৪	৪২৬৬.৭৮	৪৯৭৫.৯০ (১৬.৬২)	৩৭.১৯
বিদ্যুৎ বিভাগ	৯০০১.৫৮ (৫২)	১৮৫২.০৩	২০৯৪.৭৭	২৫৬২.২৬ (২২.৩২)	২৮.৪৬
সেতু বিভাগ	৮৮৫৭.৬৫ (১৩)	১৬৭৭.৫৭	২১০.২৭	২৪৭৬.৬৭ (১০৭৭.৮৫)	২৭.৯৬
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫৬০৫.১৭ (১২)	১১০৬.৮৬	২০৬৪.৯০	১৭৪৩.৩৪ (১৫.৫৭)	৩১.১০
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৪৩১৫.৮৬ (৪৮)	৩৬১.৪৫	১২০৩.৮৪	৬০৯.৫৯ (৪৯.৩৬)	১৪.১২
সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ	৪২৯৮.৮৪ (১২০)	৯৮৯.০১	৯২৭.৯৮	১২৫৪.১১ (৩৫.১৪)	২৯.১৭
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪২৯৪.২১ (৫৬)	৭৮৭.২৬	১১৪৮.৫২	৯৪০.৭৬ (১৮.০৯)	২১.৯১
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৩৯৯১.৯২ (৫৮)	৬৩৩.১১	১০৯৩.৫৮	৯৪৫.২০ (২০.৮১)	২৩.৬৮
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৬৭০.৭৭ (৮৬)	৭২৩.৮২	৮৪৮.০৫	১১৮২.৮১ (৩৯.৪৭)	৩২.২২
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৩৪৭০.৮৮ (৮৯)	৫৮৩.৪৬	৫২১.০৫	৭৮১.৮২ (৫০.০৫)	২২.৫৩
মোট (১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়)	৬০৮৮৬.৭৪ (৬৯১)	১১৬০৯.২৯	১৪৩৭৯.৭৪	১৭৪৭২.৪৫	২৮.৭০
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	১৯৪২৭.৭৮ (১১৮৭)	৩২৭৩.৭১	৩৭০৭.২৬	৫০২১.৫৫	২৫.৮৫
সর্বমোট ব্যয়	৮০৩১৪.৫২	১৪৮৮৩.০০	১৮০৮৭.০০	২২৪৯৪.০০	২৮.০১

উৎসঃ আইএমইডি

আইএমইডি'র হিসাব অনুযায়ী-

- ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বৃহৎ ১০ টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বরাদ্দের ২৮.৭ শতাংশ;
- এ সময়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের ২৫.৯ শতাংশ;
- সার্বিকভাবে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় এডিপি বরাদ্দের ২৮.০ শতাংশ;
- প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি প্রায় ২৭.৬ শতাংশ যা গত অর্থ বছরের একই সময়ে ছিল ২৪ শতাংশ মাত্র।

গ. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

গ.১. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

সারণি ৭: বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(কোটি টাকা)

খাত	২০১৪- ১৫	২০১৩- ১৪ (প্রকৃত)	২০১৪- ১৫ (প্রকৃত)
	(বাজেট)	(জুলাই- ডিসেম্বর)	(জুলাই- ডিসেম্বর)
১	২	৩	৪
রাজস্ব আয়	১৮২৯৫৪ (১২.০)	৬৪,৭০০ (৪.৮)	৬৬,৬৯৭ (৪.৪)
সরকারি ব্যয়	২৫০৫০৬ (১৬.৩৭)	৭৬,৮৫৪ (৫.৬৯)	৭৬,৭৯৮ (৫.০২)
বাজেট ভারসাম্য	-৬৭৫৫২ (-৪.৪)	-১২,১৫৪ (-০.৯০)	-১০,১০১ (-০.৬৬)
অর্থায়ন	৬৭,৫৫২ (৪.৪২)	১২,১৫৪ (০.৯০)	১০,১০১ (০.৬৬)
বৈদেশিক	২৪,২৭৫ (১.৬)	৬১৫ (০.১)	১,৪৫৮ (০.১)
অভ্যন্তরীণ	৪৩,২৭৭ (২.৮৩)	১১,৫৪৫ (০.৮৫)	৮,৬৪৬ (০.৫৭)
ব্যাংক	৩১,২২১ (২.০৪)	৯,৬৩০ (০.৭১)	৫,৭৫৫ (০.৩৮)
ব্যাংক বহির্ভূত	১২,০৫৬ (০.৭৯)	১,৯১৬ (০.১৪)	২,৮৯১ (০.১৯)

উৎসঃ অর্থ বিভাগ; বন্ধনীর ( ) মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে

- চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় সার্বিক ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় বাজেট ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে;
- ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে অর্থায়ন বাড়ায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাসজনিত কারণে ভর্তুকি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় ব্যাংক উৎস হতে সরকারের ঋণ গ্রহণ কম হয়েছে।

গ.২. বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

সারণি ৮: বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৪- ১৫ বাজেট	অক্টোবর- ডিসেম্বর (প্রকৃত)	জুলাই- ডিসেম্বর (প্রকৃত)	
		২০১৪- ১৫	২০১৩- ১৪	২০১৪- ১৫
১	২	৩	৪	৫
নিট অর্থায়ন	২৪,২৭৫	১,৩৩৭	৬১৫	১,৪৫৮
ঋণ	৪,৫০২	৪,৫০২	৪,৭০৬	৫,২৭৫
অনুদান	৬,২০৬	৩২৩	৪৩৭	৩৯৩
ঋণ পরিশোধ	- ৮,৪৫০	- ১,৭৩৮	- ৪,৫২৭	- ৪,২০৯

উৎস: অর্থ বিভাগ/অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

- ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের জুলাই- ডিসেম্বর সময়ে বৈদেশিক অনুদান বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় কম। তবে একই সময়ে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় নিট বৈদেশিক অর্থায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে;
- বিদেশি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যার ফলে বৈদেশিক ঋণের অবমুক্তি (disbursement) বেড়েছে।

ঘ. মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

ঘ.১. মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহ

সারণি ৯: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩-১৪	অর্থবছর ২০১৩-১৪	জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪-১৫	ডিসেম্বর ২০১৪	মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রা	
					২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য	২০১৪-১৫ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য
					ডিসেম্বর'২০১৪	জুন'২০১৫
নিট অভ্যন্তরীণ ঋণ	৬.০	১১.৬	৫.৬	১১.২	১৩.৮	১৭.৪
বেসরকারি খাতে ঋণ	৫.৯	১২.৩	৭.১	১৩.৫	১৬.৫	১৫.৫
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	৮.৪	১৬.১	৫.৮	১৩.৪	১৬.০	১৬.৫
রিজার্ভ মুদ্রা	৭.৮	১৫.৫	৭.১	১৪.৮	১৫.৫	১৫.৯

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- ডিসেম্বর ২০১৪ শেষে নিট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার নিচে থাকলেও গত বছরের

একই সময়ের তুলনায় তা ১১.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে;

- ডিসেম্বর ২০১৪ শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৩.৪ শতাংশ, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রার বেশ নিচে রয়েছে;
- সার্বিকভাবে, রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির হার ডিসেম্বর, ২০১৪ শেষে দাঁড়ায় ১৪.৮ শতাংশ (বার্ষিক ভিত্তিতে);
- মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতির গতিধারা হতে আশা করা যায় মুদ্রা সরবরাহ মুদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখা সম্ভব হবে।

ঘ ২. সুদের হার

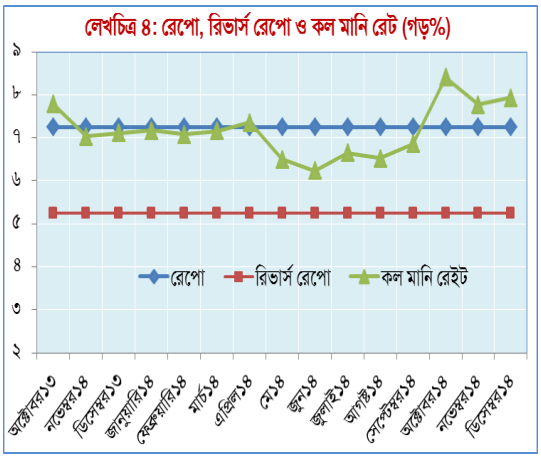

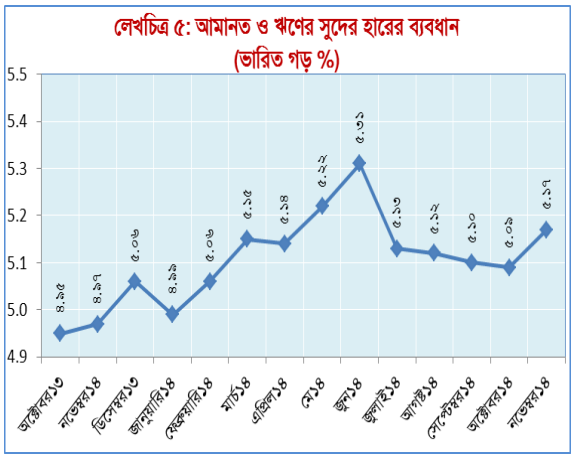

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- সঞ্চয় ও ঋণের সুদের হারের ব্যবধান (spread) নভেম্বর, ২০১৪ সময়ে ৫.১৭ শতাংশে নেমে এসেছে;
- তফসিলি ব্যাংকসমূহের আমানতের সুদের হার (ভারিত গড়) নভেম্বর, ২০১৪ সময়ে ৭.৩২ শতাংশে নেমে আসে, বিগত অর্থবছরের নভেম্বরে এ হার ছিল ৮.৪৫ শতাংশ;
- ঋণের সুদের হার (ভারিত গড়) ২০১৩ সালের নভেম্বর এর ১৩.৪২ শতাংশ হতে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে ১২.৪৯ শতাংশে নেমে এসেছে;
- অক্টোবর ২০১৪ শেষে কল মানি হার ৮.৪ শতাংশে উন্নীত হলেও ডিসেম্বর ২০১৪ শেষে ৭.৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

ঘ.৩. কৃষি ঋণ বিতরণ

সারণি ১০: কৃষি ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

খাত	২০১৩- ১৪ অর্থবছর	(জুলাই- ডিসেম্বর)		ডিসেম্বর ২০১৪
		২০১৩- ১৪	২০১৪- ১৫	
১	২	৪	৫	৬
কৃষি ঋণ বিতরণ	১৬০৩৬. ৮	৫৫০০.৯	৭০৭৩.৮	১৭৮৫.৫
প্রবৃদ্ধি (%)	৯. ৩	১৬.৪	২৮.৬	- ৮.৪

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- চলতি অর্থবছরের জুলাই- ডিসেম্বর সময়ে কৃষি ঋণের প্রবৃদ্ধি বিগত অর্থবছরের একই সময়ের ২৮.৬ শতাংশ বেশি।

ঙ. বৈদেশিক খাত

ঙ.১. রপ্তানি ও আমদানি পরিস্থিতি

সারণি ১১: আমদানি ও রপ্তানি

খাত	২০১৪- ১৫ (অক্টোবর- ডিসেম্বর)	জুলাই- ডিসেম্বর	
		২০১৩- ১৪	২০১৪- ১৫
১	২	৩	৪
রপ্তানি (মি. মার্কিন ডলার)	৭২১৯.১	১৪৬৮৫.৮	১৪৯১৪.২
প্রবৃদ্ধি (%)	২.৩	১৬.৬	১.৬
আমদানি (মি. মার্কিন ডলার)	১১৯৪২.৯	১৮৫৯৪.১	২২২৬৮.৮
প্রবৃদ্ধি (%)	২৪.৪	১৩.০	১৮.৩

সারনি ১২: প্রধান দুটি বাজারে রপ্তানি পরিস্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বাজার	জুলাই- ডিসেম্বর		প্রবৃদ্ধি (%)
	২০১৩- ১৪	২০১৪- ১৫	
১	২	৩	৪
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৭৯০.৯	২৬৬৩.৩	- ৪.৫৭
ইউরোপ	৭৯১২.২	৮২১৫.৯	৩.৮

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো; (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের জুলাই- ডিসেম্বর সময়কালে রপ্তানিখাতে ১.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে
- মূলত রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস তৈরি পোশাক খাতের ওভেন গার্মেন্টস্ এর রপ্তানি ০. ৩৫ শতাংশ কমে যাওয়া এবং নিট ওয়্যারের রপ্তানি মাত্র ১.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানি আয়ে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি হয়নি। জুলাই- ডিসেম্বর ২০১৪ সময়ে প্রধান দু'টি বাজারের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি কমেছে ৪.৬ শতাংশ এবং ইউরোপে বেড়েছে মাত্র ৩.৮ শতাংশ;
- চলতি অর্থবছরে জুলাই- ডিসেম্বর সময়কালে আমদানি খাতে ব্যয় হয়েছে ২২,২৬৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; এ ব্যয় গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৮.৩ শতাংশ বেশি।

৬.২. রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

সারণি ১৩: রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

খাত	২০১৪- ১৫ (অক্টোবর- ডিসেম্বর)	জুলাই- ডিসেম্বর	
		২০১৩- ১৪	২০১৪- ১৫
১	২	৩	৪
রেমিট্যান্স (মি. মার্কিন ডলার)	৩৪৭৬. ০৪	৬৭৭২.৮	৭৪৮৭. ২
প্রবৃদ্ধি (%)	- ০. ৮	- ৮. ৫	১০. ৬

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের জুলাই- ডিসেম্বর সময়কালে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৬ শতাংশ বেশি। বিগত অর্থবছরে একই সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৮.৫ শতাংশ হ্রাস পায়;
- দীর্ঘ ৬ বছর বন্ধ থাকার পর সৌদি আরবে জনশক্তি রপ্তানির প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় রেমিট্যান্স প্রবাহ আরো বাড়বে বলে আশা করা যায়।

৬.৩. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সারণি ১৪: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি

খাত	ডিসেম্বর'২০১৩	জুন'২০১৪	সেপ্টেম্বর'২০১৪	ডিসেম্বর'২০১৪	প্রবৃদ্ধি
১	২	৩	৪	৫	৬
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মার্কিন ডলার)	১৮০৯৪. ৬	২১৫০৮. ০	২১৮৩৬. ৭	২২৩০৯. ৮	২৩. ৩
আমদানি মাস হিসেবে**	৫. ৯৯	৬.৫৬	৬. ৪৫	৬. ৫৯	

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (*ডিসেম্বর'১৩ এর তুলনায় ডিসেম্বর'১৪ - এর প্রবৃদ্ধি; ** পূর্ববর্তী ১২ মাসের গড় আমদানির পরিমাণ বিবেচনায়)

- রেমিট্যান্স ধারাবাহিক প্রবাহ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখেছে
- ডিসেম্বর ২০১৪ শেষে সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দিয়ে প্রায় ৬ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব।

চ. মূল্যস্ফীতি

চ.১. মূল্যস্ফীতির গতিধারা

সারণি ১৫: মূল্যস্ফীতির গতিধারা (ভিত্তি বছর ১৯৯৫- ৯৬)
(পয়েন্ট- টু- পয়েন্ট)

মূল্যস্ফীতি (%)	২০১৩- ১৪						২০১৪- ১৫					
	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
সাধারণ	৭.৮	৭.৪	৭.১	৭.০	৭.১	৭.৩	৭. ০	৬. ৯	৬. ৮	৬. ৬	৬. ২	৬. ১
খাদ্য	৮.১	৮.১	৭.৯	৮.৪	৮.৫	৯.০	৭. ৯	৭. ৭	৭. ৬	৭. ২	৬. ৪	৫. ৯
খাদ্য- বহির্ভূত	৭.৪	৬.৪	৫.৯	৫.০	৫.০	৪.৯	৫. ৭	৫. ৮	৫. ৬	৫. ৭	৫. ৮	৬. ৫

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

- চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর শেষে পয়েন্ট- টু- পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৬.১ শতাংশ। বিগত অর্থবছরের একই সময়ে মুল্যস্ফীতির হার ছিল ৭. ৩ শতাংশ;
- খাদ্য মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর ২০১৩ এর ৯.০ শতাংশ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ সময়ে ৫.৯ শতাংশে নেমে এসেছে;
- খাদ্য- বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর ২০১৩ এর তুলনায় ডিসেম্বর ২০১৪ মাসে বেড়েছে;
- ব্যাংক খাত হতে সরকারি ঋণ গ্রহণ সীমিত থাকা, অনুকূল মুদ্রা সরবরাহ পরিস্থিতি, কৃষিখাতে সন্তোষজনক পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য কমে যাওয়া মূল্যস্ফীতি হ্রাসে ভূমিকা রাখবে।